সমকাল

তারিখ ১০ FEB 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদনহীন নিয়োগ বন্ধের নির্দেশ

■ সাব্বির নেওয়াজ

সরকারের পূর্বানুমোদন ছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সরকার। সরকারের এ সিদ্ধান্তের কথা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) থেকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে দেশের ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে। গত ১১ জানুয়ারি থেকে এ চিঠি পাঠানো শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে এ নির্দেশনার আলোকে কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের চলমান জনবল নিয়োগ স্থগিত করেছে।

ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনুমোদিত পদের বাইরে জনবল নিয়োগের হিড়িক পড়ে যাওয়ায় সরকারের রাজস্ব বাজেটের ওপর ব্যাপক চাপ পড়ছে। অননুমোদিত পদে নিয়োগ নিয়ে নানা নয়ছয়ও হচ্ছে। এ প্রবণতা বড় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশি। নিয়োগ নিয়ে নানা পক্ষ-বিপক্ষ তৈরি হওয়ায় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতাও তৈরি হচ্ছে। দেশে বর্তমানে মোট ৩৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি। বাকি ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি হিসাবে মোট ১৩ হাজার ৮০০ শিক্ষক রয়েছেন। কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন প্রায় ২৮ হাজারের মতো।

ইউজিসির অতিরিক্ত পরিচালক (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়) ফেরদৌস জামান স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে রেজিস্ট্রারদের উদ্দেশে বলা হয়, 'ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কোনো পদেই নিয়োগ প্রদান করা যাবে না। এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে এসব পদে নিয়োগ দেওয়া হলে তার দায়-দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়কে বহন করতে হবে।' এ চিঠিতে আরও বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির পূর্বানুমোদন

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদনহীন

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

ছাড়া কোনো পদে নিয়োগ দেওয়া হলে ভবিষ্যতে ওই পদের অনুমোদন দেওয়া হবে না এবং ওই খাতে অর্থছাড় করা সম্ভব হবে না।

কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গানোগ্রাম শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্বানুমোদিত না হলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের জনবল নিয়োগ বা অনুষদ, বিভাগ বা ইনস্টিটিউট খোলার কোনো প্রস্তাব ইউজিসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচনা করা হবে না, অনুমোদন দেওয়া হবে না।

গত রোববার বিদেশে যাওয়ার আগে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান সমকালকে বলেন, 'আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভালো চলুক। অতিরিক্ত জনবল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ধুঁকবে, সেটা কারও কাম্য হতে পারে না।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় উইং থেকে জানা গেছে, সরকারের অনুমোদন ছাড়াই সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহারে জনবল নিয়োগ করা হচ্ছে। কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের সাবেক ও বর্তমান নেতারা বিভিন্ন পদে তাদের পছন্দের লোকজনকে নিয়োগের জন্য উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল হাকিম সরকারের ওপরে চাপ সৃষ্টি করছেন। রাজধানীর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ওপরও নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ চাপ সৃষ্টি করছে। জগন্নাথে গত অক্টোবরে সেকশন অফিসারসহ মোট ৩৩টি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয় প্রশাসন। এতে সেকশন অফিসার (গ্রেড-২) চারটি পদের বিপরীতে ২৭৯ প্রার্থী আবেদন করেন। এতে নিজেদের পছন্দের অন্তত ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য তালিকা দিয়ে উপাচার্যকে চাপ সৃষ্টি করেন জবি ছাত্রলীগ নেতারা।

ইউজিসি জানায়, গণনিয়োগ কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক সময়ে রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শাদাত উল্লা ইউজিসি থেকে ৩০টি পদের অনুমোদন নিয়ে সর্বমোট ৭৫ জনকে নানা পদে নিয়োগ দিয়েছেন। এতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ৪৫টি পদে সরকারকে বেতন-ভাতা গুনতে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এখন তদন্ত করছে। একইভাবে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন শতাধিক ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৭১ জনকে অতিরিক্ত নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

ইউজিসি সূত্র জানায়, গত তিন বছরে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত আড়াই হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে অন্তত পাঁচ শতাধিক অতিরিক্ত শিক্ষক। দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ঘটেছে এ ঘটনা। গত তিন বছরে ঢাবিতে অন্তত ৩০০ শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৯ থেকে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সে সময়ের ভিসি প্রফেসর ড. এম আবদুস সোবহান ২৩০টি পদের বিপরীতে ৩৬৫ জন শিক্ষক নিয়োগ দেন। অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার ফলে এ সময় প্রায় ৭৯ কোটি টাকা বাজেট ঘাটতি দেখা দেয়। ২০১৩ সালের ২০ মার্চ প্রফেসর মুহাম্মদ মিজান উদ্দিন ভিসি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর দীর্ঘদিন নিয়োগ বন্ধ থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫১তম সিন্ডিকেটে ছয়টি বিভাগে ২৬ জন শিক্ষক একসঙ্গে নিয়োগ দেওয়া হয়। কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ও যেন চাকরির খামারে পরিণত হয়েছে। এখানে ২০৬তম সিন্ডিকেটে নয়টি পদের বিপরীতে ৬৩ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। ২০৮তম সিন্ডিকেটে ১২ পদের বিপরীতে ১৭ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়।

সবচেয়ে সঙ্গিন অবস্থা রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। সাবেক ভিসি প্রফেসর আবদুল জলিল মিয়া তার মেয়াদে ২৬০ পদের বিপরীতে ৬৭৬ জনকে নিয়োগ দিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। বিজ্ঞাপিত পদের বেশি নিয়োগ দেওয়ার ফলে অন্তত শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা বেতনে খাটছেন বলে জানা গেছে। একইভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৮৯তম সিন্ডিকেটে ইসলামের ইতিহাস বিভাগে বিজ্ঞাপিত সাত পদের বিপরীতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ১০ জনকে।